	এপিএস গ্রুপ ১০৬, পূর্ব ফায়দাবাদ, আটিপাড়া, দক্ষিনখান, ঢাকা -১২৩০।	পলিসির নাম ঃ জরুরী পরিস্থিতিতে করণীয় পদ্ধতি
		কার্যকর তারিখঃ ০১/০৬/২০১৮ ইং
		সংশোধনের তারিখ ঃ ০১/০৬/২০১৯ ইং পরবর্তি নবায়নের তারিখ : ০১/০৬/২০২০
এই পলিসি কার্যকর করার দায়িত্বশীল ব্যক্তি		ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক, মহা–ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স), ওয়েল–ফেয়ার অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে।

জরুরী পরিস্থিতিতে করণীয় পদ্ধতি

(Emergency Action Plan/Procedure)

ভূমিকা ঃ গার্মেন্টস শিল্প ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য রপ্তানী শিল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। গার্মেন্টস শিল্পের প্রসার খুবই ব্যাপক ও আশাব্যঞ্জক যা প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করে। তাই এই গার্মেন্টস শিল্পের বিভিন্ন ধরনের জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার নিমিত্তে সুষ্ঠু পদ্ধতি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

উদ্দেশ্যঃ গার্মেন্টস শিল্প যে কোন রকম পরিবেশগত ঝুকি (অগ্নিকান্ড বা দূর্ঘটনা, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বন্যা ইত্যাদি) এর সম্মূখীন হতে পারে। গার্মেন্টস শিল্পে যে কোন জরুরী অবস্থায় করণীয়, প্রতিরোধ এবং প্রতিকার প্রসঙ্গে কি কি করতে হবে সেই সম্বন্ধে যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে আলোকপাত করা বা ব্যাখ্যা করা হলো।

পরিবেশগত ঝুঁকি/জরুরী অবস্থার প্রকার ঃ বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত ঝুঁকি হতে পারে যেমন-

১। ভূমিকম্প।
২। বন্যা।
৩। প্রাকৃতিক দূর্যোগ।
৪। অগ্নিকান্ড।
৫। রাত্রীকালীন (ফ্যাক্টরী বন্ধ অবস্থায়) জরুরীঅবস্থা (স্যাবোটাজ বা ডাকাতি বা রাহাজানি)।
৬। উত্তেজিত শ্রমিকদের ব্যাপারে করণীয়।
৭। অন্যান্য।

ভূমিকম্প ঃ

আমাদের দেশে প্রায়ই ছোট/মাঝারি ভূমিকম্প ঘটে থাকে। গার্মেন্টস শিল্পও এসব ভূমিকম্পের মুখোমুখি হয়ে থাকে। ভূমিকম্প আমাদের জীবনে চরম অভিশাপ। এর ফলে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি সাধিত হতে পারে।

ভূমিকম্পের জন্য সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা সমূহ ঃ

ক) ভূমিকম্পের আগাম খবর নেয়ার ব্যবস্থা।

খ) ভূমিকম্পের সময় আত্মবিশ্বাসী হয়ে কাজ করা ।

গ) সময়মত লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ।

ঘ) দাহ্য পদার্থ সাবধানে সংরক্ষন করা যেন ভূমিকম্পের সময় পড়ে গিয়ে কোন ধরনের দূর্ঘটনা না ঘটাতে পারে।

ঙ) একের অধিক দাহ্য পদার্থ একই সঙ্গে না রাখা।

চ) ভূমিকম্পের উপর অনুশীলন/মহড়ার ব্যবস্থা গ্রহন করতঃ সকলকে সচেতন করা ।

ছ) প্রত্যেক ফ্লোরে ইউনিটে পূর্বাহ্নেই উদ্ধারকারী দল চিহ্নিত করা।

জ) ফ্যাক্টরীর প্রত্যেক গেট ভিতর হইতে তালা খোলা থাকবে।

ঝ) ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।

বন্যা ঃ

আমাদের দেশে প্রতি বছর ছোট বড় আকারের বন্যা হয়ে থাকে। আমাদের গার্মেন্টস শিল্পও এসব বন্যার মুখোমুখি হয়ে থাকে। বন্যার ফলে আমাদের গার্মেন্টস শিল্পে কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এর ফলে গার্মেন্টস শিল্প বন্ধ হওয়ার মুখে থাকে এবং জনসাধানের কাজের অভাব সৃষ্টি হয়। বন্যা আমাদের জীবনে বয়ে আনে আর্থিক, মানসিক বিপর্যয়।

বন্যার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সমূহঃ

১। বন্যার আগাম খবর এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার ব্যবস্থা করা ।

২। সময়মত লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ।

৩। যাবতীয় জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি বন্যার পানির বিপদ সীমার উপরের উচ্চতায় কোন স্থানে ষ্টোর করা।

৪। বন্যার সময় আত্মবিশ্বাসী হয়ে কাজ করা।

৫। প্রত্যেক ফ্লোরে ইউনিটে পূর্বাহ্নেই উদ্ধাকারী দল চিহ্নিত করা।

৬। বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঃ

আমাদের দেশে ছোট বড় মাঝারি বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে যেমন- ঘূর্নিঝড়, টর্নেডো ইত্যাদি। আমাদের গার্মেন্টস শিল্পও এসব প্রাকৃতিক দূর্যোগের মুখোমুখি হয়ে থাকে। এসব দূর্যোগের ফলে আমাদের গার্মেন্টস শিল্পে নিয়মিত কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এর ফলে গার্মেন্টস শিল্প বন্ধ হওয়ার মুখে থাকে এবং জনসাধানের কাজের অভাব সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক দূর্যোগ আমাদের জীবনে বয়ে আর্থিক, মানসিক বিপর্যয়।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ এর জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সমূহঃ ঃ

১। প্রাকৃতিক দূর্যোগ এর আগাম খবর এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার ব্যবস্থা করা ।

২। সময়মত লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ।

৩। প্রত্যেক ফ্লোরে ইউনিটে পূর্বাহ্নেই উদ্ধাকারী দল চিহ্নিত করা।

৪। প্রাকৃতিক দূর্যোগের পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।

৫। দাহ্য পদার্থ সাবধানে সংরক্ষন করা যেন দূর্যোগের সময় পড়ে গিয়ে কোন ধরনের দূর্ঘটনা না ঘটাতে পারে।

৬। একের অধিক দাহ্য পদার্থ একই সঙ্গে না রাখা।

৭। প্রত্যেক ফ্লোরে ইউনিটে পূর্বাহ্নেই উদ্ধারকারী দল চিহ্নিত করা।

৮। প্রাকৃতিক দূর্যোগ চলাকালীন সময় আতংকিত না হয়ে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করা।

অগ্নিকান্ড ঃ

প্রতিনিয়তই গার্মেন্টস শিল্পে অগ্নিকান্ড ঘটছে। এসব অগ্নিকান্ড কারখানায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ, তাপ বা আগুন থেকে অগ্নিকান্ড ঘটে থাকে। এসব অগ্নিকান্ড আমাদের জীবনে দৈহিক আর্থিক, মানসিক বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। যা একান্তই অনাকাঙ্খিত।

অগ্নিকান্ডের প্রভাব

ক) অগ্নিকান্ডে কারখানার দৈহিক, আর্থিক বা প্রানহানির ঘটনা ঘটে।

খ) অগ্নিকান্ডে কারখানা বা আশপাশের পরিবেশের বিপর্যয় বা ক্ষতি সাধিত হবে।

গ) কারখানা বন্ধ বা কারখানায় কর্মরত জনসাধারনের আয়হ্রাস বা বন্ধ হয়ে যাবে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে।

ঘ) অগ্নিকান্ডে কারখানার বা আশপাশের জনসাধারনের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

ঙ) অগ্নিকান্ডের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক বা বৈদেশিক বানিজ্যের চরম ক্ষতি সাধিত হয়।

অগ্নিকান্ড বা দূর্ঘটনা প্রতিরোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহঃ

ক) অগ্নিকান্ডের ঘটার সুযোগ না দেয়াই এর প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

খ) পর্যাপ্ত পরিমান সচল অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র বিভিন্ন সুবিধাজনক পয়েন্টে মজুদ রাখা।

গ) অগ্নিকান্ডের সময় আত্মবিশ্বাসী হয়ে অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার করা।

ঘ) বিড়ি, সিগারেট তথা ধুমপান সম্পুর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা।

ঙ) দিয়াশলাই বা সিগারেটের লাইটার সমেত ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা।

চ) গ্যাস লাইন, বৈদ্যুতিক লাইন তথা বিভিন্ন ফিকচার ফিটিংস নিয়মিত পরিদর্শন করা এবং পরিদর্শন বইতে তা লিপিবদ্ধ করা।

ছ) ফ্যাক্টরীতে কেমিক্যালস ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা।

জ) অগ্নিনির্বাপনের উপর নিয়মিত অনুশীলন/মহড়ার ব্যবস্থা গ্রহন করতঃ সকলকে সচেতন করা।

ঝ) প্রত্যেক ফ্লোর/সেকশনে পূর্বাহ্নে অগ্নি নির্বাপক দল এবং উদ্ধারকারী দল গঠন করা।

ঞ) ফ্যাক্টরী চলাকালীন প্রত্যেক গেটের/দরজার তালা খোলা রাখা এবং তালাচাবি প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিকট জমা রাখা। প্রশাসনিক কর্মকর্তা অবশ্যই তা নিশ্চিত করবেন।

ট) ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে যাবার পর রুটিন মাফিক নিয়মিত চেক করা। উক্ত চেকের সময় এডমিন, সিকিউরিটি, ইলেকট্রিক এবং ষ্টোরের প্রতিনিধি থাকবে।

ঠ) প্রত্যেক সিঁড়িতে এবং প্রত্যেক ফ্লোরের উভয় প্রান্তে জরুরীবাতি/চার্জার লাইটের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ড) ফ্যাক্টরীতে অবস্থানরত গাড়ীগুলো সবসময় বহির্মূখী করে পার্ক করতে হবে। যাতে সল্প সময়ে নিরাপদ অবস্থান গ্রহণসহ গাড়ী কর্তৃক কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়।

ঢ) প্রত্যেক ফ্লোরে নিয়ন্ত্রনের সুবিধার্থে পিএ সিষ্টেম/হ্যান্ড মাইকের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

রাত্রিকালীন জরুরীঅবস্থার (ফ্যাক্টরী বন্ধ অবস্থায় স্যাবোটাজ/ডাকাতি ইত্যাদি) জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সমূহ ঃ

১। রাত্রিকালীন জরুরীঅবস্থায় যোগাযোগ করার জন্য দায়িত্ববান কাউকে নিবেদিত করা।

২। পর্যাপ্ত পরিমান সতর্কীকরন যন্ত্র (সাইরেন/কলিংবেল) সুবিধাজনক স্থানে মজুদ রাখা।

৩। জরুরীঅবস্থায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে কাজ করা।

৪। জরুরীটেলিফোন নম্বর সমূহ (থানা পুলিশ, ফায়ার বিগ্রেড, স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনী) বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে লাগিয়ে রাখা।

উত্তেজিত শ্রমিকদের জন্য সতর্কমূলক ব্যবস্থা সমূহঃ

১। শ্রমিকদের উত্তেজিত হওয়ার সুযোগ না দেওয়াই ভাল।

২। উত্তেজিত শ্রমিকদের ন্যায় সঙ্গত দাবী দাওয়া বা অভিযোগের নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা।

৩। শ্রমিকদের মোটিভেশনের ব্যবস্থা করা।

৪। সতর্কমূলক ব্যবস্থা হিসাবে আগে থেকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা ও প্রয়োজনীয় স্থানে (স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশ থানা) জানিয়ে রাখা।

৫। জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ।

৬। সম্ভাব্য অগ্নিকান্ডের জন্য সতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা।

জরুরী অবস্থার প্রতিকার সমূহ ঃ

ক) যদি কোন ফ্লোরে আগুন লাগে তাহলে আগুন লাগার সাথে সাথে সকলকে সতর্কীকরনের নিমিত্তে হুটার/সাইরেন/কলিং বেল বাজিয়ে সতর্ক করতে হবে।

খ) যে ফ্লোরে আগুন লেগেছে সে ফ্লোরের বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ অফ করে দিতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্যাক্টরীর প্রধান সুইচসহ অফ করে দিতে হবে।

গ) অগ্নিনির্বাপক দল ও উদ্ধারকারী দল ব্যতীত মহিলা ও পুরুষগণ ১/২ মিনিটে দ্রুততায় সিঁড়ি দিয়ে স্কেপ প্ল্যান অনুযায়ী বের হয়ে যাবে।

ঘ) নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তিগন তৎক্ষনাৎ ফ্যাক্টরীর গেটের ভিতর এবং বাহিরে অবস্থান নিবে। বাহির থেকে কেহ যেন অনুপ্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিবে অর্থাৎ কর্ডন দলের কাজ করবে। তাছাড়া মানুষ ও গাড়ী চলাচলের জন্য সম্মুখের রাস্তা উন্মুক্ত রাখবে।

ঙ) অগ্নিনির্বাপক দল কর্তৃক ফ্লোর/সেকশনে রক্ষিত অগ্নিনির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

চ) অগ্নিনির্বাপক দল এবং উদ্ধারকারী দলকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে কাজ করতে হবে।

ছ) ফ্লোর বা সেকশন থেকে লোকজন নেমে যাওয়ার পর উদ্ধারকারী দল দ্রুত দূর্ঘটনা কবলিতদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসক দলের কাছে নিয়ে যাবে এবং প্রয়োজনে ফ্যাক্টরীর চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছে দিবে।

জ) কারো গায়ের কাপড়ে আগুন লেগে গেলে তৎক্ষনাৎ ফ্লোরে গড়াগড়ি দিতে হবে। কোন ক্রমেই দৌড়ানো যাবে না ।

ঝ) বাথরুম/টয়লেট ও বিল্ডিং এর ছাদ চেক করতে হবে যাতে কোন লোক আটকা পড়ে না থাকে।

ঞ) কোন ভাবেই সিঁড়ি ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় নামবার চেষ্টা করবে না।

ট) অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উদ্ধারকারী দল দূর্ঘটনায় কবলিত মালামাল উদ্ধার করবে।

ঠ) বন্যার সময় পানি ঢুকার পূর্বেই সমস্ত যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্র, জরুরী কাগজপত্র নিরাপদ উচ্চতায়, নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হবে।

ড) পানিপূর্ণ বা পানির কাছাকাছি স্থানে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

ঢ) বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা ।

ণ) বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা ।

ত) ভূমিকম্পের সময় মহিলা এবং পুরুষগণ নির্ধারিত স্ব-স্ব সিঁড়ি দিয়ে স্কেপ প্ল্যান অনুযায়ী বের হয়ে যাবে।

থ) ভূমিকম্পের পর উদ্ধারকারী দল দূর্ঘটনায় কবলিত লোকজন এবং জিনিসপত্র উদ্ধার করবে।

দ) উদ্ধারকারী দলকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে কাজ করতে হবে।

ধ) ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

ন) ফ্যাক্টরী বন্ধ থাকা অবস্থায় রাত্রিকালীন যে কোন জরুরীঅবস্থায় কর্তব্যরত ব্যক্তি অতি সত্তর নিবেদিত দায়িত্ববান ব্যক্তিকে এবং প্রয়োজনীয় সকল জায়গায় অবহিত করবেন।

প) যে কোন জরুরীঅবস্থার মুখোমুখী হওয়ার সাথে সাথে সতর্কীকরনের নিমিত্তে সাইরেন কলিংবেল বাজিয়ে সকলকে সতর্ক করতে হবে।

<u>প্রশাসনিক শাখা কর্তৃক গ্রহনীয় বিবিধ ব্যবস্থাঃ</u>

ক) আহত লোকজনকে প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্যাক্টরীর চিকিৎসা কেন্দ্রে বা নিকটবর্তী হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

খ) অনতিবিলম্বে ফায়ার বিগ্রেডকে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য টেলিফোন করতে হবে।

<u>অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সমূহঃ</u>

ক) কতৃপক্ষ কারখানার অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য সম্মত কর্মপরিবেশ রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্লিনার নিয়োগ করেছেন যারা সর্বক্ষন কারখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সহ স্বাস্থ্য সম্মত কর্মপরিবেশ রক্ষায় কাজ করে থাকেন।

খ) কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার বর্জ্য (ঝুট ও অন্যান্য ময়লা) পদার্থ যাতে পরিবেশ দূষণ করতে না পারে সেজন্য কারখানায় উক্ত বর্জ্য রাখার জন্যে পৃথক কক্ষ আছে, যেখান থেকে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত লোক দ্বারা বর্জ্য পদার্থ অপসারন করা হয় ।

গ) কারখানা আইনানুযায়ী শ্রমিকদের পরিমানের উপর ভিত্তি করে পর্যাপ্ত পরিমান স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট (শৌচাগার) ব্যবস্থা রয়েছে ।

ঘ) নির্গত বর্জ্য পদার্থ বা আবর্জনা সরাসরি কারখানার মাটির নিচে সেপ্টিক ট্যাংকে চলে যায়। যাতে করে পরিবেশ দূষিত না হয়।

ঙ) ময়লা বহন কারী প্রত্যেকটি ড্রেনে পর্যাপ্ত পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা হয়, ফলে ড্রেন থেকে কোন দূর্গন্ধ ছড়ানোর আশংকা নেই এবং পরিবেশ দূষন মুক্ত থাকে।

চ) পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কারখানাকে সব সময় ময়লা, আবর্জনা ও শব্দহীন রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

ছ) খাবার ঘর, টয়লেট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ড্রেইন সঠিক উপায়ে পরিস্কার করা হয়।

জ) জেনারেটর থেকে নির্গত তেল পরিবেশের কোন প্রকার ক্ষতি না করে সে ব্যবস্থা করা হয়।

ঝ) ফ্যাক্টরীর সামনে পাশের রাস্তা এবং অন্যান্য ফাঁকা জায়গাগুলো রক্ষণাবেক্ষন করা হয় যাতে শ্রমিকের কোন প্রকার অসুবিধার কারণ না হয।

<u>উপসংহারঃ</u>

যে কোন জরুরীঅবস্থায় আমাদের সকলকে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারনত ক্ষতি হবে ভয়াবহ ও অপূরণীয়। তাই সম্মিলিত ভাবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য। জান ও মালের হেফাজত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রস্তুতকারীর নাম ও স্বাক্ষর	চেক প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর	অনুমোদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর
মোঃ মনজুরুল হক সহ:ম্যানেজার (এইচ আর এবং কমপ্লায়েন্স)	মেজর এইচএম ফরহাদ (অবঃ) জিএম(এডমিন, এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স)	মোঃ হাসিব উদ্দিন চেয়ারম্যান।